Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 09-06-2026 17:39 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৫ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার ৯ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৬৬ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

ল্যাংড়া, আলফনসোয় বিষ! জাপানের পর নেপালেও নিষিদ্ধ ভারতের আম

টার্গেট নাবালকরা, গেমিং অ্যাপের আড়ালে ভারতে অপরাধচক্রের জাল! ফাঁস পাক গ্যাংস্টারের ষড়যন্ত্র

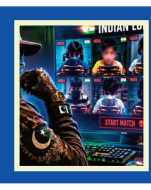

কলকাতার বাইরে, হাই কোর্টে মামলাও করেছি', সিআইডি হাজিরা এড়িয়ে ফের সময় চাইলেন অভিষেক

সীতারামন শুভেন্দু সাক্ষাৎ

নয়া জামানা ঃ নয়া দিল্লিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সম্মানীয়া শ্রীমতী নির্মলা সীতারামন মহোদয়ার সঙ্গে রাজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।

আমুলে শাহ উপস্থিতি

নয়া জামানা ঃ পরিবর্তনের বাংলায় শিল্পক্ষেত্রে জোয়ার। হাওড়ার সাঁকরাইলে বড়সড় বিনিয়োগ করছে গুজরাটের সংস্থা আমুল। তৈরি হবে দেশের অন্যতম বৃহৎ দুই উৎপাদন কেন্দ্র। আগামী সপ্তাহেই আমুলের নয়া প্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর হতে চলেছে। সেই অনুষ্ঠানেই হাজির থাকতে বাংলায় আসতে পারেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জানা যাচ্ছে, তাঁর হাত ধরেই আমুলের নয়া এই প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর হতে পারে। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন শতাধিকেরও বেশি বিশিষ্ট অতিথি এবং দুগ্ধচাষি।

জিটিএ তদন্তে সরকার

নয়া জামানা ঃ পাহাড়ের জল সমস্যা থেকে আইডিডিএস সেন্টার, মিরিক লেক, দুধিয়ার নতুন সেতু পরিদর্শন করলেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। সোমবার সকাল থেকে তিনি পাহাড় চষে ফেলেন। প্রথমেই গিয়েছিলেন মহাকাল মন্দির, সেখানে পুজো দিয়ে পাহাড়ে ঘোরা শুরু করেন। তার সঙ্গে ছিলেন সাংসদ রাজু বিস্তা। এদিন সব পরিদর্শনের পর বিগত সরকার জনজাতিদের নিয়ে যে ১৬টি পৃথক বোর্ড করেছিল তার তদন্ত হবে বলে জানিয়ে দেন অগ্নিমিত্রা।

অন্নপূর্ণা-ফ্রি বাস পরিষেবা সহ একাধিক রাজ্যের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা

নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গ সফরের দ্বিতীয় দিনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প, জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। অন্নপূর্ণা যোজনা, মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা, বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ, উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন থেকে শুরু করে সিআইডির তদন্ত একাধিক বিষয়ে নিজের মতামত তুলে ধরেন তিনি। সিআইডির তদন্ত এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করার প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা পল বলেন, বাংলার মানুষ গত ১৫ বছরে নানা ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ দেখেছে। তবে বিধায়কদের সই জাল করার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। তাঁর দাবি, একটি চিঠিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উঠে এসেছে এবং সেই কারণেই তদন্তকারী সংস্থা তাঁকে ডেকেছে। তিনি বলেন, তদন্তে সহযোগিতা করা সকলের দায়িত্ব। কেউ যদি মনে করেন তদন্ত এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব, তাহলে সেটা ভুল ধারণা। তদন্তকারী সংস্থা যা জানতে চাইবে, তার উত্তর দিতে হবে। অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে, তা দূর করারও চেষ্টা করেন তিনি। তিনি জানান, প্রকল্পটির নাম অন্নপূর্ণা ভান্ডার নয়, অন্নপূর্ণা যোজনা। এই প্রকল্পের ফর্ম ব্লক অফিস, পুরসভা, কর্পোরেশন এবং বোরো অফিস থেকে পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, পরিবারের প্রত্যেক মহিলা সদস্যের জন্য আলাদা ফর্ম নেওয়ার প্রয়োজন নেই। একটি পরিবারের জন্য একটি ফর্মই যথেষ্ট। সেই ফর্মে পরিবারের একাধিক মহিলার নাম ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই অযথা ভিড় বা তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই। আগামী তিন মাস ধরে এই ফর্ম বিতরণ চলবে এবং যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ পৌঁছে যাবে। মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে সরকারি বাস পরিষেবা নিয়েও তিনি কথা বলেন। অগ্নিমিত্রা পলের বক্তব্য, মহিলাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে ভ্রমণের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের মহিলারা স্বল্প দূরত্ব কিংবা দীর্ঘ পথ উভয় ক্ষেত্রেই সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা পাচ্ছেন। ভবিষ্যতে এই পরিষেবাকে আরও স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল করার জন্য পরিচয়পত্র বা কার্ডভিত্তিক ব্যবস্থা চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা হতে পারে বলেও৷

তিনি ইঙ্গিত দেন।এদিন বেআইনি নির্মাণ, জমি দখল এবং জলাজমি ভরাটের মতো বিষয়েও কড়া অবস্থানের কথা জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, সরকারি জমি, ব্যক্তিগত জমি বা জলাশয় দখল করে যাঁরা বেআইনি নির্মাণ করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি রুখতে জেলাশাসকদের কড়া নির্দেশ মুখ্যসচিবের

দীপঙ্কর দোলাই, নয়া জামানা ঃ রাজ্যে ১২৫ দিনের কাজের প্রকল্প পুনরায় চালু হওয়ার আগেই স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কড়া পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। সোমবার মুখ্যসচিব সমস্ত জেলাশাসকদের কাছে বিশেষ নির্দেশিকা পাঠিয়ে 'মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারেন্টি স্কিম' বা 'এমজিএনআরইজিএস' প্রকল্পের বাস্তবায়নে আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক ও দায়বদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন, মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা বাদে বাকি জেলাগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন নামকরণ অনুযায়ী 'ভিবিরামজি প্রকল্প' জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকেই শুরু হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যসচিব নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় আইন ও আর্থিক গাইডলাইন কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

নির্দেশিকায় অতীতের ব্যর্থতার কারণগুলিও চিহ্নিত করা হয়েছে। ভুল পরিকল্পনা, অতিরিক্ত কাজের অনুমোদন, দুর্বল বাস্তবায়ন, তথ্য যাচাইয়ে গাফিলতি, বিভিন্ন বিধি অমান্য, কাজ শেষে বিলম্ব, এমআইএস আপডেটে দেরি, অপর্যাপ্ত পরিদর্শন এবং দুর্বল সামাজিক সমীক্ষার কারণে এই প্রকল্প আগে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।এবার প্রকল্পের প্রতিটি পর্যায়ে নির্ধারিত সরকারি ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে যাচাইযোগ্য ডিজিটাল নথি তৈরি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

আধার-ভিত্তিক পেমেন্ট সিস্টেম বা এবিপিএস-এর মাধ্যমে মজুরি প্রদানের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের ২.৫৬ কোটি জব কার্ডধারীর ডাটাবেস জেলা ধরে ধরে খতিয়ে দেখ ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে অযোগ্য কেউ তালিকায় স্থান না পায়। এজন্য প্রত্যেকের ই-কেওয়াইসি যাচাই করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হিসেবে উৎপাদনশীল ও স্থিতিশীল সামাজিক সম্পদ তৈরির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। জল সংরক্ষণ, খরা প্রতিরোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রকল্পের কাজ নির্বাচন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলাশাসকদের।প্রকল্পের 'প্রোগ্রাম অফিসার' হিসেবে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক বা বিডিও-কে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তি, নথি সংরক্ষণ, নিয়মিত কাজ পরিদর্শন এবং সময়মতো সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়াও তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মুখ্যসচিব স্পষ্ট জানিয়েছেন, নির্দেশিকা লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও কর্মীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 09-06-2026 17:39 Page 2

মুঘলদের উত্থান-পতন দেখেছে এই গাছ

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ২০২২ সালে বিহার বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড রাজ্যের প্রাচীন গাছগুলি চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু করে। প্রাথমিক ভাবে ৩২টি গাছকে নির্বাচিত করা হয়। সমীক্ষায় স্পষ্ট হয় আইটিসি ক্যাম্পাসের বিশাল বট গাছটি সবচেয়ে প্রাচীন।কথায় বলে বয়সের গাছ-পাথর নেই। বনস্পতির দীর্ঘজীবীতার কারণেই এই প্রবাদের উৎপত্তি। যাকে প্রমাণ করল মুঙ্গেরের আইটিসি ক্যাম্পাসে প্রায় একশো বর্গমিটার জমি জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন বটবৃক্ষ। ৬০ ফুট উঁচু বটগাছটির আনুমানিক বয়স অন্তত ৭০০ বছর। লখনৌয়ের বীরবল সাহানি ইনস্টিটিউট অফ প্যালিওসায়েন্স (বিএসআইপি),র বিজ্ঞানীদের গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। জটাধারী সন্ন্যাসীর মতো দেখতে অসংখ্য ঝুরি নামানো গাছটিকে 'হেরিটেজ ট্রি'-র তকমা দিতে তোরজোর শুরু হয়েছে।ভূভারতে বট এবং অশ্বত্থ গাছ বরাবর আলাদা গুরুত্ব পেয়েছে। নদী তীরবর্তী অসংখ্য মন্দির গড়ে উঠেছে এই দুই মহাবৃক্ষের ছায়াতলে। পুরান থেকে মহাকাব্য, সবখানে দেখা মিলেছে বনস্পতির। রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে আশ্রয় নেন পাঁচটি বটগাছের সমন্বয়ে তৈরি 'পঞ্চবটী বনে', গৌতম বুদ্ধ বোধিলাভ করেন একটি অশ্বত্থ গাছের নিচে বসে তপস্যা করে। আইটিসি ক্যাম্পাসের বটগাছটি সেই পরম্পরার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। জানা গিয়েছে, ২০২২ সালে বিহার বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড রাজ্যের প্রাচীন গাছগুলি চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু করে। প্রাথমিক ভাবে ৩২টি গাছকে নির্বাচিত করা হয়। সমীক্ষায় স্পষ্ট হয়; আইটিসি ক্যাম্পাসের বিশাল বট গাছটি সবচেয়ে প্রাচীন। স্থানীয় প্রবীণরা দাবি করেন, ১৯৩৪,এ বিহারে যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল, তাতে বহু গাছ নষ্ট হলেও এই গাছটির কোনও ক্ষতি হয়নি।গাছের বয়সের বিষয়টি নিশ্চিত করতে গাছটির নমুনা সংগ্রহ করে তার রেডিও,কার্বন ডেটিং করা হয়। সেই কাজ করতে গিয়ে চমকে ওঠেন বিজ্ঞানীরা। বার বার পরীক্ষার পরে তাঁরা নিশ্চিত হন যে গাছটি অন্তত সাতটি শতাব্দী পার করেছে। হিসাব করলে এই গাছটি যখন জন্মেছিল তখন দিল্লিতে সবেমাত্র তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। গাছটি সুলতানি যুগের অবসান থেকে শুরু করে পাঠানদের কর্তৃত্ব, মুঘলদের উত্থান ও পতন, সিপাহি বিদ্রোহ, ইংরেজ শাসন; সবই দেখেছে। এর পরেও পৃথিবীর প্রাচীনতম গাছের কাছে মুঙ্গেরের গাছটি নেহাত শিশু।

বিজ্ঞানীদের মতে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার হোয়াইট মাউন্টেনস,এর একটি গ্রেট বেসিন ব্রিসলকোন পাইন হল চিহ্নিত আদিমতম বৃক্ষ। 'মেথুশিলা' নামে পরিচিত ওই গাছটির আনুমানিক বয়স প্রায় চার হাজার ৮০০ বছর। এই গাছটি আমেরিকান প্রশাসনের বিশেষ নিরাপত্তা পায়।

গ্রামের রাস্তায় ধরা পড়ল বেজির বিরল দৃশ্য

নয়া জামানা ঃ গ্রামের শান্ত-নিরিবিলি পরিবেশে প্রতিদিনই নানা ধরনের দৃশ্য চোখে পড়ে। তবে কিছু কিছু মুহূর্ত এমন থাকে, যা শুধু দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়। ঠিক তেমনই এক বিরল ও চমকপ্রদ দৃশ্য এবার ক্যামেরাবন্দি করেছেন নয়া জামানার প্রতিনিধি। তাঁর তোলা একটি ছবিতে ধরা পড়েছে দুটি বেজির স্বাভাবিক জীবনচক্রের এক বিশেষ মুহূর্ত, যা এখন এলাকাজুড়ে কৌতূহল ও আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, গ্রামের একটি পাকা রাস্তার মাঝখানে রয়েছে দুটি বেজি। চারপাশে সবুজ গাছপালা, ঝোপঝাড় আর নিরিবিলি পরিবেশ। মানুষের কোলাহল থেকে অনেকটাই দূরে নিজেদের স্বাভাবিক আচরণে ব্যস্ত ছিল প্রাণী দুটি। এমন সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন নয়া জামানার প্রতিনিধি বাবলু রহমান। তিনি মুহূর্তটি ক্যামেরায় বন্দি করেন। পরে ছবিটি সামনে আসতেই এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়। স্থানীয়দের মতে, এলাকায় মাঝেমধ্যে বেজির দেখা মিললেও এমন দৃশ্য খুব একটা চোখে পড়ে না। তাই ছবিটি দেখে অনেকেই অবাক হয়েছেন। অনেকের মতে, প্রকৃতির এমন স্বাভাবিক ও বাস্তব মুহূর্ত এখন আর তেমন একটা দেখা যায় না।গ্রামবাসী রমজান আলী বলেন, আমরা ছোটবেলা থেকেই এলাকায় বেজি দেখে আসছি। কিন্তু এভাবে রাস্তার মাঝখানে এমন দৃশ্য আগে কখনও দেখিনি। প্রথমে দেখে একটু অবাক হয়েছিলাম। পরে বুঝতে পারি প্রকৃতির স্বাভাবিক একটি ঘটনা আমাদের চোখের সামনে ঘটছে। সত্যিই এমন দৃশ্য খুব কম দেখা যায়। অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দা নুরুদ্দিন হক বলেন, আগে আমাদের এলাকায় অনেক বেশি বন্যপ্রাণী দেখা যেত। এখন গাছপালা ও ঝোপঝাড় কমে যাওয়ার কারণে তাদের সংখ্যাও কমে গেছে। তাই এমন দৃশ্য দেখতে পেয়ে খুব ভালো লাগছে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য ও প্রাণীগুলোকে রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। প্রকৃতিবিদদের মতে, বেজি পরিবেশের জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রাণী। বিশেষ করে সাপসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রাণী নিয়ন্ত্রণে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে এই প্রাণীদের অস্তিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।নয়া জামানার প্রতিনিধির ক্যামেরায় ধরা পড়া এই মুহূর্ত শুধু একটি ছবি নয়, বরং প্রকৃতির এক জীবন্ত গল্প। মানুষের ব্যস্ত জীবনের আড়ালে প্রকৃতি যে এখনও নিজের নিয়মে, নিজের ছন্দে বেঁচে আছে, সেই বার্তাই যেন তুলে ধরেছে এই বিরল দৃশ্য। সবুজে ঘেরা গ্রামের নির্জন রাস্তায় ধরা পড়া এই মুহূর্ত মনে করিয়ে দেয়, প্রকৃতির সৌন্দর্য এখনও আমাদের চারপাশেই ছড়িয়ে রয়েছে, শুধু তা দেখার চোখ থাকতে হয়।

ডেটিং অ্যাপ থেকে সোজা বিছানায়!

অনিরাপদ যৌনাচারে বিশ্বে দুই নম্বরে ভারত

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সমকামী ও উভকামী পুরুষদের মধ্যে অনিরাপদ যৌন সম্পর্কের জেরে কর্ণাটকে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে এইচআইভি ও এইডস আক্রান্তের সংখ্যা। কর্ণাটক স্টেট এইডস প্রিভেনশন সোসাইটি -এর সাম্প্রতিক তথ্যে এই উদ্বেগের চিত্রটি ফুটে উঠেছে। সরকারি হিসেব অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রাজ্যে যেখানে সক্রিয় এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৪৪,৫৮১, তা ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে লাফিয়ে বেড়ে দাঁড়ায় ৬২,৬৬৪ জনে। আর শেষ অর্থবর্ষে অর্থাৎ ২০২৫-২৬ সালে এই সংখ্যা আরও বেড়ে ৬৬,৬০০ পার করেছে।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, আক্রান্তদের একটি বড় অংশই তরুণ প্রজন্ম। বিশেষ করে ১৮ থেকে ২৫ এবং ২৬ থেকে ৩৫ বছর বয়সীদের মধ্যে এই সংক্রমণ দ্রুত ছড়াচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে, ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সীদের মধ্যে ২০২৩-২৪ সালে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩,৭৩২, যা পরের বছর এক ধাক্কায় বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ৬,৯৬২ হয়ে যায়। অবশ্য শেষ অর্থবর্ষে তা সামান্য কমে ৬, ২৮৩ হয়েছে। অন্যদিকে, ২৬ থেকে ৩৫ বছর বয়সীদের মধ্যে সংক্রমণ বৃদ্ধির গ্রাফটি ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী। এই বয়সসীমায় ২০২৩-২৪ সালের ৯,৩৫১টি কেসের তুলনায় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪,৫৫৫ জনে।এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে রাজ্যের হোস্টেল ও করপোরেট অফিসগুলোতে জরুরি ভিত্তিতে সচেতনতামূলক প্রচার শুরু করেছে প্রশাসন। কে এস এ পি এস এর প্রজেক্ট ডিরেক্টর পদ্মা বি জানিয়েছেন, মূলত কলেজের হোস্টেলগুলোতে এই সংক্রমণের কিছু ক্লাস্টার বা পকেট তৈরি হয়েছে। একই সাথে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, কিছু পুরুষ একই সাথে মহিলা যৌনকর্মী এবং নিজেদের মধ্যেও শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছেন, যার ফলে সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।চিকিৎসকদের মতে, এই প্রবণতার পেছনে আধুনিক জীবনযাত্রা ও প্রযুক্তির একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। বেঙ্গালুরুর প্রখ্যাত সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ড. স্বাতী রাজগোপাল জানিয়েছেন, বর্তমান সময়ে ডেটিং অ্যাপের সহজলভ্যতার কারণে সহজেই সঙ্গী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, যার ফলে বহু মানুষের যৌন সঙ্গীর সংখ্যা বাড়ছে। এর পাশাপাশি কন্ডোম ব্যবহারে উদাসীনতা, এইচআইভি ছাড়া অন্যান্য যৌনবাহিত রোগ সম্পর্কে ধারণার অভাব এবং 'আমার কিছু হবে না' এমন একটি হালকা মনোভাব এই বিপদকে আরও বাড়িয়ে তুলছে।

বউমার শরীরী হিল্লোল দেখে বিয়ে বাতিল করল শ্বশুরমশাই!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ হরিয়ানার এক বিয়েবাড়িতে ঘটে যাওয়া এক অদ্ভুত ও চাঞ্চল্যকর ঘটনা বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। বিয়ের মণ্ডপে কনের নাচকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া তীব্র বিবাদে শেষ পর্যন্ত ভেঙে গেল বিয়ে?ঘটনার সূত্রপাত কনের এন্ট্রির সময়। বিয়ের আসরে লাল লেহেঙ্গা পরে নাচতে নাচতে প্রবেশ করছিলেন কনে। তার এই নাচ এবং আচার-আচরণ বিয়ের মণ্ডপে উপস্থিত বরের পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের মোটেই পছন্দ হয়নি। অভিযোগ, কনের এই 'হাই-এনার্জি' পারফরম্যান্স দেখেই হঠাত্ রেগে যান বরের বাবা এবং তার বড়দাদা। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দুই পরিবারের মধ্যে শুরু হয় তুমুল বাগবিতণ্ডা।পরিস্থিতি এতটাই নাগালের বাইরে চলে যায় যে, বরের পরিবারের লোকজন বিয়ের অনুষ্ঠান মাঝপথেই বাতিল করে দেয়। এরপর বর ও তাঁর পরিবারকে বিয়ের মণ্ডপ ছেড়ে চলে যেতে দেখা যায়। অতিথিরা ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হয়ে যান। সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে এই ভিডিও। এই ঘটনাকে ঘিরে নেটপাড়ায় দুই মেরুর প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। নেটিজেনদের একাংশ মনে করছেন, বিয়ের মতো আনন্দের দিনে নিজের খুশি জাহির করার জন্য কনের নাচ কোনও অপরাধ নয়। যারা এর জন্য বিয়ে ভেঙে দিলেন, তাঁদের চিন্তাধারা বড্ড সেকেলে এবং সংকীর্ণ।অন্যদিকে, অন্য একটি অংশের মতে, বিয়ের মতো সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিবারের বড়দের সামনে কিছুটা শালীনতা বজায় রাখা প্রয়োজন। তাঁদের দাবি, পরিবারের বড়দের সম্মানের বিষয়টি মাথায় রেখেই সব কাজ করা উচিত ছিল। সব মিলিয়ে, এই ঘটনায় এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় 'নানা মুনির নানা মত'।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 09-06-2026 17:39 Page 3

বিদ্যুৎ বিভ্রাটে অতিষ্ঠ দুরামারি-নাথুয়ার মানুষ

বাবলু রহমান, নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ প্রায় এক মাস ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবার বেহাল দশায় নাজেহাল হয়ে পড়েছেন দুরামারি, নাথুয়া সহ আশপাশের একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা। দিনের পর দিন ঘনঘন লোডশেডিং, রাতভর কম ভোল্টেজ এবং দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকার ঘটনায় সাধারণ মানুষের জীবন কার্যত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বিদ্যুতের এই অব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাজুড়ে। অভিযোগের পর অভিযোগ জানানো হলেও বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনও সদুত্তর না মেলায় ক্ষোভ আরও তীব্র হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিদিন গড়ে ১০ থেকে ১৫ বার বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে। কখনও ১০ মিনিট, কখনও আধঘণ্টা, আবার কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না। দিনে যেমন সমস্যা, রাতেও একই অবস্থা। অনেক সময় ভোল্টেজ এতটাই কম থাকে যে পাখা, আলো কিংবা অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ঠিকমতো কাজ করে না। ফলে ছোট শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও অসুস্থ মানুষদের নিয়ে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পরিবারগুলিকে। এলাকাবাসীরা জানান, বর্তমানে তীব্র গরমে এমনিতেই মানুষের নাজেহাল অবস্থা। তার উপর ঘনঘন লোডশেডিং এবং কম ভোল্টেজের কারণে ঘরে থাকা দায় হয়ে পড়েছে। রাতের পর রাত ঘুমহীন অবস্থায় কাটাতে হচ্ছে বহু পরিবারকে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে, নিত্যদিনের কাজকর্মেও বিঘ্ন ঘটছে। সবচেয়ে বড় অভিযোগ, সমস্যার কথা বারবার জানিয়েও কোনও সুরাহা মিলছে না। বিদ্যুতের মালবাজার ডিভিশনের ডিএমডি ও ডিই-র সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁদের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ। এছাড়াও ই-মেইল মারফত এবং বিভিন্ন মাধ্যমে অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত সমস্যার সমাধানে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্তারা কার্যত মুখে কুলুপ এঁটে বসে রয়েছেন বলেই মনে করছেন এলাকার মানুষ। এলাকার মানুষের প্রশ্ন, গ্রামাঞ্চলের মানুষ বলেই কি তাঁদের এই অবহেলা সহ্য করতে হচ্ছে? দীর্ঘদিন ধরে একই সমস্যা চললেও কেন কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই, তা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। সরকারের তরফে প্রত্যেক বাড়িতে উন্নত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে তার কোনও প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। এদিন এলাকার বাসিন্দা নুরুদ্দিন, পূজা ওরাও, রমজান আলী, রাজু, মনোজ সরকার এবং দীপা সরকার সহ বহু মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, এই হাসফাঁস গরমে আমরা সত্যিই অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। দিনের পর দিন একই সমস্যা চলছে। কখন বিদ্যুৎ থাকবে আর কখন চলে যাবে তার কোনও ঠিক নেই।

তোলাবাজির অভিযোগে ধৃত সব্যসাচী দত্ত

আদালতে যাওয়ার পথে ডিম-টমেটো-গোবর ছুড়ল জনতা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ তোলাবাজি ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া তৃণমূল নেতা তথা বিধাননগর পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সব্যসাচী দত্ত-কে লক্ষ্য করে ডিম, পচা টমেটো ও গোবর ছোড়ার ঘটনা ঘিরে বুধবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় বিধাননগরে। তাঁকে আদালতে পেশ করার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় বিধাননগর উত্তর থানার সামনে বিক্ষুব্ধ জনতা এই বিক্ষোভ দেখায়।

আদালত চত্বরেও তাঁকে ঘিরে 'চোর চোর' এবং 'তোলাবাজ' স্লোগান ওঠে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তোলাবাজি, হুমকি এবং অর্থ আদায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এক ব্যক্তির উপর টাকা দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতেন সব্যসাচী দত্ত। অভিযোগকারীর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে সোমবার গভীর রাতে রাজারহাটের রাইগাছি এলাকার একটি অভিজাত আবাসনে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে।গ্রেপ্তারের খ বর প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বুধবার সকাল থেকেই বিধাননগর উত্তর থানার বাইরে স্থানীয়দের ভিড় জমতে শুরু করে।

বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল ডিম, পচা টমেটো এবং গোবর। পুলিশ যখ ন সব্যসাচী দত্তকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার জন্য থানার বাইরে বের করে আনে, তখনই তাঁকে লক্ষ্য করে শুরু হয় বিক্ষোভ। একের পর এক ডিম, পচা টমেটো ও গোবর ছোড়া হয় তাঁর দিকে। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর জামাকাপড় নোংরা হয়ে যায়।

পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।পরে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়।

তবে আদালত চত্বরেও উত্তেজনা অব্যাহত থাকে। সেখানে উপস্থিত একাংশের মানুষ তাঁর বিরুদ্ধেক্ষোভ উগরে দেন এবং 'চোর' ও 'তোলাবাজ' স্লোগান তোলেন।অন্যদিকে, নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সব্যসাচী দত্ত। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আসানসোল পুরনিগম-এর কাউন্সিলর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন সঞ্জয় নুনিয়া

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা ,আসানসোল ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই বিভিন্ন পুরসভা, পুরনিগম, পঞ্চায়েত ও স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থায় তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধিদের একের পর এক পদত্যাগের ঘটনা সামনে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় এবার আসানসোল পুরনিগমের ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা পুরপিতা সঞ্জয় নুনিয়া তাঁর কাউন্সিলর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন।৮ জুন সোমবার তিনি আসানসোল পুরনিগমের কমিশনারের কাছে জমা দেন তার পদত্যাগ পত্র। জমা দেওয়া পদত্যাগপত্রে সঞ্জয় নুনিয়া উল্লেখ করে বলেছেন, তাঁর বাবা দীর্ঘদিন ধরে গুরুতর অসুস্থ এবং গত কয়েক মাস ধরে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।বাবার চিকিৎসা, হাসপাতালে যাতায়াত এবং দেখভালের প্রয়োজন। তাই তিনি পরিবারের পাশে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

চার বছর পর কাটমানি ফেরত, উত্তর মরাডাঙ্গায় চর্চার ঝড়

প্রদীপ কুন্ডু,নয়া জামানা , কোচবিহার ঃ উত্তর মরাডাঙ্গা এলাকায় চার বছর আগে আদায় করা 'কাটমানির' ৮০ হাজার টাকা ফেরত দেওয়াকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ৮/১০০ নম্বর বুথের প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস বুথ সভাপতি তথা বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য প্রাণ গোবিন্দ রায় নিজে উপস্থিত হয়ে ওই টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী অশান্তির সময় প্রাণ গোবিন্দ রায়ের উপস্থিতিতে এলাকার কয়েকজন তৃণমূল নেতৃত্ব শান্তি রঞ্জন দাসের কাছ থেকে 'জরিমানা' বাবদ ৮০ হাজার টাকা আদায় করেন। অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ওই টাকা নেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ থাকলেও ভয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে পারেননি আক্রান্ত পরিবার।সম্প্রতি রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের আবহে মঙ্গলবার শান্তি রঞ্জন দাসের বাড়িতে যান প্রাণ গোবিন্দ রায়। সেখানে তিনি নগদ ৮০ হাজার টাকা ফিরিয়ে দেন বলে জানা গেছে। ঘটনার পর এলাকাজুড়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে;যদি টাকা আদায় বৈধ হয়ে থাকে, তাহলে তা ফেরত দেওয়া হল কেন? আর যদি অবৈধভাবে নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সেই ঘটনার দায় কার?এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তর মরাডাঙ্গা এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। স্থানীদের দাবি, টাকা ফেরত দেওয়ার মধ্য দিয়েই অতীতে সাধারণ মানুষের উপর চাপ সৃষ্টি করে অর্থ আদায়ের অভিযোগ কার্যত স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে ৮/১০০ নম্বর বুথের প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস বুথ সভাপতি তথা বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য প্রাণ গোবিন্দ রায় বলেন সেই সময়ে আমার উপস্থিতিতে এলাকার কয়েকজন তৃণমূল নেতা তারা টাকা নিয়েছিলেন, রাজ্যে পালা বদলের পরই তারা আমাকে ফোন করে এই টাকাটি তুলে দেয় তার টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

সন্তানের হাতে খুন মা ! আশঙ্কাজনক বাবা

নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ যে মা দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করে সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখান, নিজের সুখ-দুঃখ বিসর্জন দিয়ে সন্তানের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেন, সেই মাকেই শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিতে হলো নিজের সন্তানের হাতে। এমনই এক হৃদয়বিদারক, মর্মান্তিক ও শিউরে ওঠার মতো ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জুরাপানি হাইস্কুল সংলগ্ন এলাকায়। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাত প্রায় ৮টা নাগাদ আচমকাই রক্তাক্ত হয়ে ওঠে একটি পরিবার। অভিযোগ, দশম শ্রেণির এক কিশোর ধারালো অস্ত্র হাতে নিয়ে নিজের পরিবারের সদস্যদের উপর হামলা চালায়। প্রথমেই তার রোষের মুখে পড়েন মা দীপালি সরকার। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কিশোরটি এলোপাথাড়িভাবে মায়ের উপর হামলা চালাতে শুরু করে। মায়ের আর্তচিৎকারে ছুটে আসেন বাবা নেপাল সরকার। স্ত্রীকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও তিনিও হামলার শিকার হন। ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর জখম হন তিনি।পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং আহতদের বাঁচাতে এগিয়ে আসেন পরিবারের আরও দুই সদস্য;জ্যাঠতুতো দিদি প্রিয়াঙ্কা সরকার ও জেঠিমা সন্ধ্যা সরকার। অভিযোগ, তাঁদের উপরও চড়াও হয় অভিযুক্ত কিশোর। মুহূর্তের মধ্যে বাড়ির চার সদস্য রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরিবারের সদস্যদের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। এরপর আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ভাগ্য আর সঙ্গ দেয়নি দীপালি সরকারকে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত নেপাল সরকারকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অন্যদিকে গুরুতর জখম প্রিয়াঙ্কা সরকার ও সন্ধ্যা সরকারকে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের অবস্থাও উদ্বেগজনক বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর অভিযুক্ত কিশোর আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে পুলিশি নজরদারিতেই তার চিকিৎসা চলছে। তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। কেন এমন ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পরিবারের সদস্য কিংবা প্রতিবেশীদের কেউই ঘটনার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছেন না। পারিবারিক অশান্তি, মানসিক অবসাদ, নাকি অন্য কোনও কারণ সব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এলাকাবাসীর বক্তব্য, পরিবারটিকে বাইরে থেকে দেখে কখনও এমন কোনও অশান্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। তাই এই ঘটনা আরও বেশি হতবাক করে দিয়েছে সকলকে। মর্মান্তিক ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছান গাদং ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আকাশি সরকার। তিনি আহতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় থমথমে পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বাড়ির সামনে ভিড় জমিয়েছেন বহু মানুষ। সকলের মুখেই একটাই প্রশ্ন কী এমন ঘটেছিল, যার জেরে একজন সন্তান নিজের মায়ের উপর এমন নৃশংস হামলা চালাতে পারে?

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 09-06-2026 17:39 Page 4

একসময় শিলিগুড়ি থেকে পাহাড়ে যেতে হলে খচ্চরের পিঠে চেপে যেতে হত

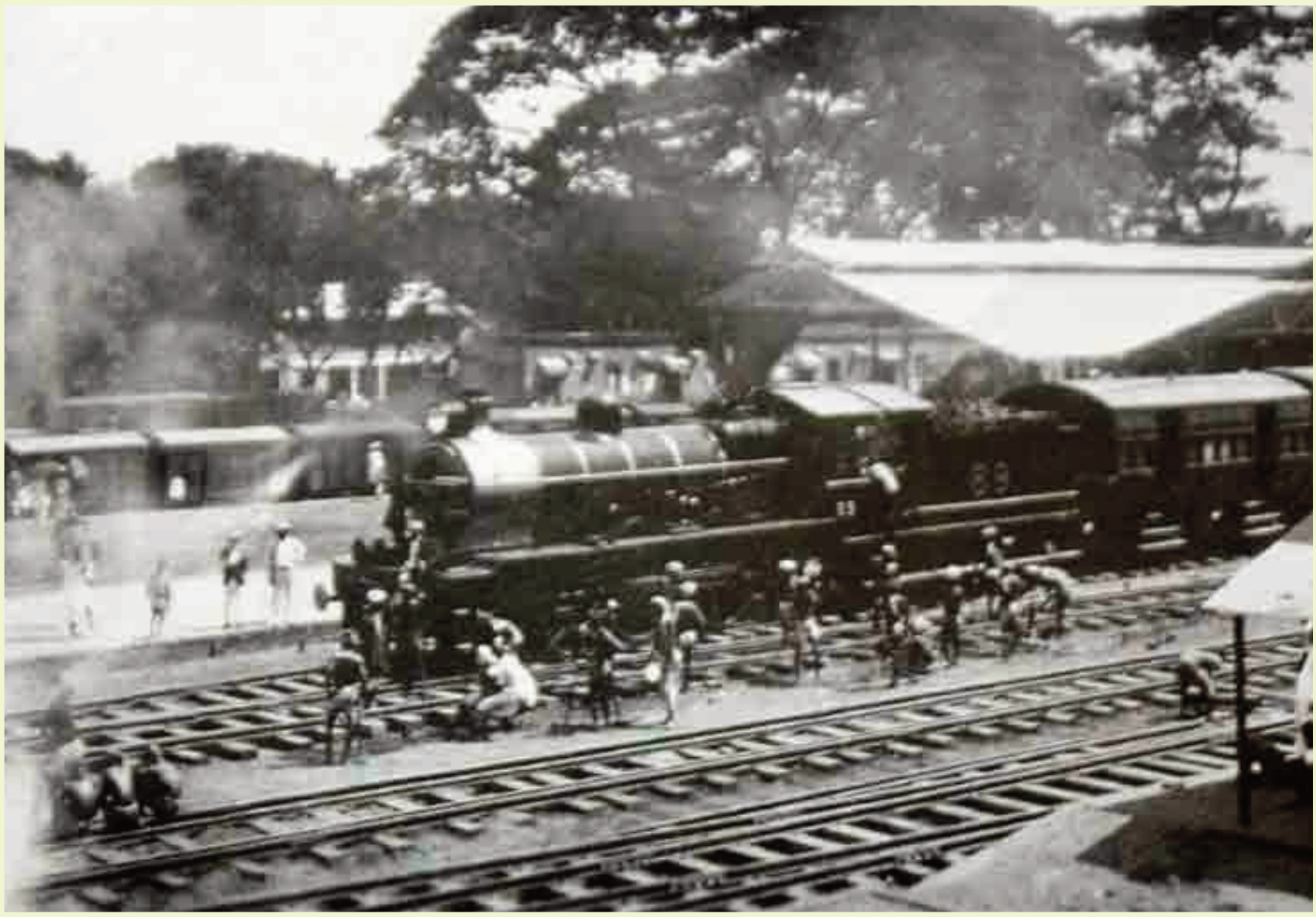

নয়া জামানা ডেক্স ঃ রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর শিলিগুড়ি। উত্তরপূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসাবে পরিচিত এই শহর বা এই মহকুমার যাত্রা সরকারিভাবে শুরু হয়েছিল ১৯০৭ সালের ২৫ মে। ১৯০৭ সালের ২৫ মে ব্রিটিশরা কার্শিয়াং থেকে শিলিগুড়িকে আলাদা মহকুমা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯০৩ সালে তৈরি হয়েছিল শিলিগুড়ি থানা। তার অনেক আগে থেকেই শিলিগুড়ি ঘিরে কাজকর্ম শুরু হয়েছিল ব্রিটিশদের। কারণ, দার্জিলিং পাহাড়ে বিনোদন বা অন্য কাজে যেতে হলে পাহাড়ের কোলে শিলিগুড়িকে তৈরি করার প্রয়োজন ছিল। ১৮৬৪ সালে শিলিগুড়ি তরাই এলাকার সদর দফতর ছিল বর্তমান ফাসিদেওয়া থানার হাঁসখোয়াতে। ১৮৭৮ সালে শিলিগুড়িতে তৈরি হয় রেল স্টেশন, তখন এই শহরের জনসংখ্যা ছিল ৪০০ জন। ১৮৬৪ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত তরাই মহকুমার সদর অফিস ফাসিদেওয়ার হাঁস খোয়াতে হলেও ১৮৮১ সালে তা শিলিগুড়ি শহরে আনা হয়।রেল স্টেশন তৈরি হওয়ার আগে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পাহাড়ে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা ছিল গ্যাঞ্জেস রোড। রাস্তাটি ১২৬ মাইল দীর্ঘ ছিল। এই রাস্তা আজ শিলিগুড়ি শহরে 'বর্ধমান রোড' নামে পরিচিত। অবিভক্ত বাংলার তেঁতুলিয়া, কিষানগঞ্জ, ডেরাংঘাট, পুরনিয়া, সাহেবগঞ্জ হয়ে গঙ্গার কারাগলা ঘাট পর্যন্ত ছিল। দার্জিলিং আসার জন্য বর্ধমানের মহারাজা এই রাস্তা তৈরি করেছিলেন। তবে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন তৈরি হওয়ার পর তৈরি হয় হিলকার্ট রোড। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন থেকে মহানন্দা নদী পর্যন্ত হিলকার্ট রোড তৈরি হয়ে তা গ্যাঞ্জেস রোড বা বর্ধমান রোডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। পরে সেই বর্ধমান রোডের সংযুক্ত হওয়ার স্থান থেকে গ্যাঞ্জেস রোডকে সকলে হিলকার্ট রোড বলতে থাকেন যেটা দার্জিলিং পর্যন্ত চলে যায়। আর ট্রেন চলাচল শুরু হওয়া এবং পরবর্তীতে দেশ ভাগ হলে বর্ধমান রোড বা গ্যাঞ্জেস রোড তার আগের গুরুত্ব হারায়।পুরোনো সেই শিলিগুড়িতে সেই সময় ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, পেটের রোগ, বাত লেগেই থাকত। উন্নত চিকিৎসার জন্য তখনকার শিলিগুড়ির মানুষদের জলপাইগুড়িতে যেতে হত। শিলিগুড়ির মানুষদের সেই সময় ভালো কোনো শৌখিন জিনিস কিনতে হলেও জলপাইগুড়িতে যেতে হত। শিলিগুড়ি থেকে আশপাশের চা বাগানে যাওয়ার প্রধান বাহন বলতে ছিল গরু বা মোষের গাড়ি। টয় ট্রেন চালু হওয়ার আগে শিলিগুড়ি থেকে পাহাড়ে যেতে হলে খচ্চরের পিঠে চেপে যেতে হত।শিলিগুড়ির পুরোনো দিনের বাসিন্দা তথা লেখক গৌরিশঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, মিলনপল্লি এলাকায় সেই সময় জলপাইগুড়ির রাজার কাছারি ছিল। শিলিগুড়িতে সেই সময় রাস্তাঘাট বলতে বর্ধমান রোড, এস এফ রোড, হিল কার্ট রোড ছিল। রাস্তাঘাট সব ছিল কাঁচা, পাথুরে। এখানকার সাধারণ মানুষ খালি পায়ে চলাফেরা করতো। কিছু কিছু বাবু জুতো পড়লেও মহিলাদের মধ্যে জুতো পড়ার প্রচলন ছিল না। পুরানো শিলিগুড়ি বলতে স্বাধীনতার আগে হিলকার্ট রোড, তার দুই পাশে কিছু বাড়ি ঘর, মহাবীরস্থান, বাবুপাড়া, মিলনপল্লী, ডি আই ফান্ড মার্কেট, তিলক ময়দান প্রভৃতি। যানবাহন বলতে তখন কাঠ ও পাঠ বহনকারী গরুর গাড়ি ছিল। রাস্তাঘাটে ধুলো। প্রয়াত প্রবীণ সাংবাদিক নিপেন বসু লিখে গিয়েছেন, রাস্তার দুই পাশের মাটি কেটে উঁচু করে হিল কার্ট রোড তৈরি হয়েছিল। রাস্তার পূর্ব অংশে ছিল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের ন্যারো গেজ রেল লাইন। শিলিগুড়ি রোড স্টেশন থেকে উত্তরপূর্ব কোণ বরাবর চলে গিয়েছিল গেলিখোলা পর্যন্ত, মানে পাহাড়ি কালিম্পং-এর দিকে। সেই রোড স্টেশনের অস্তিত্ব আজ আর নেই। শিলিগুড়ি হিল কার্ট রোড বা বিধান রোড দিয়ে আজ আর দেখা যায় না রেল লাইন। রোড স্টেশনের নাম এখন হয়েছে হাসমিচক। ভ্রমণ গবেষক রাজ বসুর কথায়, মহানন্দা সেতুতে আগে বাঁশের সাঁকো ছিল। পরে লোহার ফ্রেমের সঙ্গে কাঠের পাটাতন জুড়ে মহানন্দা ওপর দিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা হয়। আর ন্যারোগেজের রেল লাইন পাতা হয়। মহানন্দার এক পাশে রেলের ওয়ার্কশপ ছিল।

১৮৬০ থেকে ১৮৬৯ সালের মধ্যে নির্মিত হয় হিল কার্ট রোড যেটি কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত ছিল। ১৮৭৮ সালে মহানন্দার ওপর কাঠের সেতু তৈরি হয়। ১৮৯১ সালে ব্রিটিশের গননা অনুযায়ী শিলিগুড়ির বিরাট এলাকার লোক সংখ্যা ছিল ৭২ হাজার ৯৭ জন। আর যখন ব্রিটিশরা শিলিগুড়িকে মহকুমা হিসাবে স্বীকৃত দেয় তখন মানে ১৯০৭ সালের ২৫ মে এখানকার জন সংখ্যা ছিল এক হাজার। আর আজ ২০১১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী এর লোক সংখ্যা ৫ লক্ষ ১৩ হাজার ২৬৪ জন। ১৯০৯ সালে শিলিগুড়ি শহরে সংস্কৃতি চর্চার জন্য তৈরি হয়েছিল মিত্র সম্মিলনী। ১৯৫০ সালে তৈরি হয় শিলিগুড়ি পুরসভা। চিন ভারত যুদ্ধ, বাংলাদেশ ভাগ, অসমে গোলমাল এই শহরের জনবসতি বা গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। এখান থেকে সহজেই প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমে যেমন যাওয়া যায় তেমন পাশেই বিহার ও অসম। আবার শিলিগুড়ির গায়েই নেপাল, পাশে ভুটান, বাংলাদেশ। এর পাশেই পাহাড় ঘেঁসে রয়েছে চিন সীমান্ত।১৯২৫ সালে এই শহরে প্রথম বাস চলেছিল। ১৯২৬ সালে শিলিগুড়ি কলকাতা প্রথম ব্রড গেজ রেল লাইন শুরু হয়। নব্বইয়ের দশকে এটা হয় পুর নিগম। যদিও মহকুমা এখনও রয়ে গেছে। গোটা রাজ্যের সর্বত্র জেলা পরিষদ থাকলেও এখানে মহকুমা পরিষদ রয়ে গেছে পাহাড়ের প্রশাসনিক কারণেই। রাজ্যের সর্বত্র পঞ্চায়েত ভোট একসঙ্গে হলেও এখানে তা হয় না। এখানকার পঞ্চায়েত ভোট হয় আলাদা ভাবে। বাংলার বহু মনীষী হিল কার্ট রোড ধরে টয় ট্রেনে করে পাহাড়ে গিয়েছেন। হিল কার্ট রোডের পুরানো বাড়িগুলোকে চিহ্নিত করে সেই সব বাড়ির কর মকুব করার দাবি তুলেছেন ভ্রমণ গবেষক রাজ বসু। আরও বলছেন, শিলিগুড়ি হিল কার্ট রোডে আজ একটি মিউজিয়াম হওয়া দরকার। বহু কিছু হারিয়ে গিয়েছে এই শহর থেকে। রেলকে ঘিরে একটি হেরিটেজ পর্যটন গড়ে উঠতে পারে শিলিগুড়িতে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।